আজকের কাগজ

তারিখ 16. JUN. 1995

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু কথা

আজ সারাদেশ আলোড়িত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে ঘিরে। বধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করছেন। অথচ এই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। কারণ এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় তাছাড়া, তাঁরা প্রতি মাসে ৫০০/- টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। এ ভাতা তাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরানোর' মতো। নিজেদের চাহিদা মতো ভাতা না পাওয়াই এরা বিদ্যালয় কর্মে মাঝে মধ্যে ফাঁকি দিচ্ছেন। পাঁচশ' টাকার ভাতা শোনা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষিত যুবক/যুবতীরা নিজেদের বেকারত্বকে দূরীভূত করার জন্যে ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে এসব বিদ্যালয়ে নিয়োগ হচ্ছেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ভাল কথা, এসব বিদ্যালয় খোলার পর দেশের বেকার সমস্যা কিছুটা হলে দূরীভূত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজ দায়িত্ব যদি বলিষ্ঠভাবে পালন করতেন তাহলে তো কোনো দুঃখ থাকত না। ওনারাতো জেনে শুনেই বিষ পান করছেন। শুধু এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই নয় খোদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অবহেলা প্রদর্শন করছেন। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তাহলে সরকার যতই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্যে গলা ফেটে চিৎকার করুক আর কোটি কোটি টাকাই ব্যয় করুক তবুও কোনোদিন সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। কারণ প্রতিটি শিক্ষক হচ্ছেন প্রতিটি বিদ্যালয়ের এক একটি সূর্য। আর শিক্ষার্থীরা হচ্ছে গ্রহ উপগ্রহ। সূর্য যদি নিজেই আলোকিত না হয় তাহলে গ্রহ-উপগ্রহরা কখনো আলোকিত হবে না। কাজেই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবেদন সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাতা বাড়িয়ে তাদের কর্তব্য কর্মে মনোনিবেশ করার ব্যবস্থা করেন। আর যারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজ কর্ম অবহেলিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে যেন কার্পণ্যবোধ না করেন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে জাতির হৃদপিণ্ড কিংবা সকল শিক্ষার মূলভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষাই যদি কোনো জাতির শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত বা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা লাভ না করে তাহলে সে জাতি কখনো সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উদিত হতে পারে না। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এবং প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সকল সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকার প্রতি বিনীত অনুরোধ, আপনারা নিজ নিজ দায়িত্ব, কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকুন এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তাবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন। যাতে দেশের নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। সবার জন্য শিক্ষা সাফল্য মণ্ডিত হোক।

রনুজিতা সিন্‌হা (রনজু)
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।